হযরত ওসমান গণী ﷺ এর শান

06-August-2020

ইসলামী বোনদের

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক দিনে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তাহীব, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্বের পবিত্র মাস তার রহমত এবং বরকতের বৃষ্টি বর্ষন করছে, এই মাসের ১৮ তারিখ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একের পর আরেক শাহজাদীর সাথে বিবাহের সম্মানপ্রাপ্ত, ভয়াবহ অত্যাচারে শহীদ হওয়া, অনেক বেশি দানশীল, ধৈর্য ও স্নেহশীল, অনেক বেশি লজ্জাশীল এবং গরীবের প্রতি ভালবাসা পোষনকারী, **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়, তৃতীয় খলিফায়ে রাশিদ, আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহাদত দিবস এবং অতি শীঘ্রই এই দিন সমাগত, এরই সাথে সম্পর্ক রেখে আজকে আমরা তাঁর জীবনি ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁর কল্যাণময় আলোচনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইশকে রাসূল সম্পর্কীত একটি ঘটনা শুনবো। এর পাশাপাশি আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দ্বীনি খেদমত এবং তাঁর ফযীলত সম্বলিত হাদীসও শুনবো। তাঁর ইশকে রাসূল সম্পর্কীত ঈমানোদ্দীপক তথ্যও অর্জন করবো। **আল্লাহ পাক** একাগ্রচিত্তে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বয়ান শুনার তৌফিক দান করুন। আমিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেহমানদারীর অনন্য পদ্ধতি

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সাহাবায়ে কিরামের ইশকে রাসূল"** এর ৫৩নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: একবার আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার সাথীদের নিয়ে আমার বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে আসুন এবং যা বিদ্যমান থাকবে তা খাবেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাওয়াত গ্রহন করে নিলেন, যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে সাথে নিয়ে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমন গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে চলতে চলতে তাঁর কদম মুবারক গননা করতে লাগলেন, তখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ওসমান! আমার কদম কেন গননা করছো? আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি চাই যে, আপনার সম্মানে আপনার প্রতিটি কদমের পরিবর্তে এক একজন গোলাম আযাদ করে দিবো। অতএব আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাড়ি পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যতগুলো কদম মুবারক পরেছে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ততজন গোলাম আযাদ করে দিলেন। **(জামেউল মু'জিযাত, ২৫৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পেমে তাঁর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করেছেন। এথেকে জানা গেলো! আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অন্তরে রাসূলের প্রেম এবং রাসূলের ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জলিত ছিলো, রাসূল প্রেমের মিষ্টতা তাঁর শিরায় শিরায় এমনভাবে ছড়িয়ে পরেছিলো যে, তাঁর **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্বত্বার চেয়ে বেশি আর কিছু প্রিয় ছিলো না।

স্বয়ং কোরআনে পাকে **আল্লাহ পাক নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানের আদেশ দিয়েছেন।

২৬তম পারা সূরা ফাতাহ এর ৯নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۝

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাতে (হে লোকেরা!) তোমরা **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূলের** উপর ঈমান আনো এবং **রাসূলের** মহত্ব বর্ণনা ও সম্মান প্রদর্শন করো আর সকাল-সন্ধ্যা **আল্লাহর** পবিত্রতা বর্ণনা করো।

বর্ণনাকৃত আয়াতের আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো! **আল্লাহ পাকের** দরবারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদা প্রবল কাঙ্ক্ষিত এবং খুবই গুরুত্ববহ, কেননা এখানে **আল্লাহ পাক** নিজের তাসবীহর (পবিত্রতা বর্ণনা করা) উপর **আপন হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদাকে অগ্রগামী করেছেন আর যে লোকেরা ঈমান আনয়ন করার পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করে থাকে, তাদের সফলতা ও উদ্দেশ্য লাভ হওয়ার ঘোষনা করে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٥٧

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাদের **নবীর** উপর ঈমান এনেছে, **তাঁকে** সম্মান করেছে, **তাঁকে** সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরন করেছে যা **তাঁর** সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সফলকাম হয়েছে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ২৬, ৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৩৪৭)

এই ঘটনাটি থেকে এটাও জানা গেলো! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উম্মতকে মুস্তফার সম্মানের পদ্ধতি বর্ণনাকারী, বরং কিয়ামত পর্যন্ত মুস্তফার সম্মানের যত পদ্ধতিই রয়েছে এবং তা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে তা পছন্দনীয়, যেমনটি হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে মদীনা পাকে পশুর উপর আরোহন করতেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যিকার ভালবাসা যদি নসীব হয়ে যায়, তবে প্রকাশের পদ্ধতিও এসে যায় এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চেয়ে বড় **আশিকে রাসূল** কে হতে পারে? প্রত্যেক সাহাবী নিজ নিজ

স্থানে **রাসূল প্রেম** ও **রাসূলের ভালবাসার** উজ্জল নক্ষত্র। **আশিকে রাসূলের** যে উদাহরন এই পবিত্র ব্যক্তিত্বরা উপস্থাপন করেছেন, এর তুলনা হয়না। যেই শান ও মহত্ব তাঁদের নসীব হয়েছে, তা সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না।

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করা, আমার কোন সাহাবীর সোয়া সের যব খয়রাত করা বরং এর অর্ধেক সমানও হতে পারে না। **(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে সাহাবান্নবী, ২/২২৫, হাদীস ৩৬৭৩)**

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খেদমত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শান এমন অতুলনীয় যে, কেউ তাঁদের স্থান ও মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না। ✯ সাহাবায়ে কিরামগণ ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছেন। ✯ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াতে লাব্বাইক বলেছিলেন। ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার করেছেন এবং তাঁর মুজিযা সমূহ নিজের চোখে দেখেছেন। ✯ যাঁরা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও মহান। ✯ যাঁদের উত্তম গুণাবলী সম্পর্কে স্বয়ং **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমে বর্ণনা করেছেন। ✯ পবিত্র হাদীসে তাঁদের শান বর্ণনা করা হয়েছে। ✯ যাঁদেরকে **আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দেয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। ✯ তাঁদের সর্বপ্রথম ইসলামের তাবলীগ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। ✯ যাঁরা দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন। ✯ যাঁদের দিনরাতের প্রচেষ্টায় ইসলামী পতাকা সারা দুনিয়ায় উড্ডয়মান হয়েছে। ✯ যাঁরা দ্বীনের তাবলীগের জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন। ✯ যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের কঠিন পরিস্থিতিতে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে, পেটে পাথর বেঁধে, নিকটাত্মীয়দের শত্রু বানিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করেও ইসলামী পতাকাকে উচ্চ করেছেন। ✯ যাঁদের দয়ায় আজ আমরা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম নিচ্ছি। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সহ সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ভালবাসা এবং তাঁদের ভালবাসা আমাদের সন্তানদেরও শিখানো।

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনি সম্পর্কে শুনছিলাম, আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতের অনুমান কেইবা করতে পারে, দ্বীনের জন্য যে কুরবানী তিনি দিয়েছেন তা তাঁরই বৈশিষ্ট ছিলো। ✯ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان অন্তর্ভূক্ত, যাঁরা ইসলামের শুরুর দিকে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। ✯ ২বার **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ✯ যাঁর জামেউল কোরআন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত। ✯ উভয় কিবলার দিকে নামায পড়েছেন। ✯ তাঁর না ঐ সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان তালিকায় অন্তর্ভূক্ত, যাঁরা আত্মীয় স্বজন থেকে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করার পরও ঈমানের উপর অটল ছিলেন। ✯ তাঁর এই সম্মানও অর্জিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'জন শাহজাদীকে একের পর এক তাঁর বিবাহ বন্ধনে এসেছেন। ✯ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চরিত্র ও আকৃতিতে অতুলনীয় ছিলেন। ✯ তাঁকে **আল্লাহ পাকের** ঐ সকল মকবুল বান্দাদের মাঝে গন্য করা হয়, যাঁরা সারারাত ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। ✯ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যাঁরা সর্বদা খোদাভীতি এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীতেই থাকতেন। ✯ এতই ধৈর্যশীল ছিলেন যে, স্বয়ং শাহাদতের সূধা পান করে নিয়েছেন কিন্তু **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শহর মুবারককে রক্তাক্ত হতে দেননি। ✯ দানশীলতায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেই নিজের উদাহরন ছিলেন। ✯ সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য মমতায়ও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেই নিজের উদাহরন ছিলেন। ✯ বিনয় ও নম্র ব্যক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

হযরত ওসমান গণী এবং রাসূলের আনুগত্য

হে আশিকানে সাহাবা! অন্যান্য মহৎ গুণাবলীর ন্যায় আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূল আনুগত্যেও নিজেই নিজের উদাহরন ছিলেন। ঠান্ডা গরমের তোয়াক্কা না করেই নিজের বাণী ও কর্মে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত এবং কর্ম অধিকহারে অবলম্বন করতেন। আসুন! তাঁর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী ও সুন্নাতের প্রতি ভালবাসার কয়েকটি ঝলক দেখি:

একদিন আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদের দরজায় বসে ছাগলের সামনের পায়ের মাংস আনিয়ে খেলেন এবং নতুন করে অযু না করেই নামায আদায় করলেন অতঃপর বললেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও এই স্থানে বসে এই খাবার খেয়েছিলেন এবং এভাবেই করেছিলেন।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ওসমান বিন আফফান, ১/১৩৭, হাদীস ৪৪১)

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার অযু করার সময় মুচকী হাসতে লাগলেন! লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি একবার **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এই স্থানে অযু করার পর মুচকী হাসতে দেখেছিলাম। **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ওসমান বিন আফফান, ১/১৩০, হাদীস ৪১৫)**

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক শীতের রাতে যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর গোলাম হযরত হুমরান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিয়ে অযু করার জন্য পানি আনালেন। গোলাম পানি নিয়ে আসলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা দিয়ে হাত ও মুখ ধুতে লাগলেন। (অযু শুরু করালে তখন) গোলাম আরয করলো: **আল্লাহ পাক** আপনাকে নিরাপদ রাখুন, আপনি অযু করছেন অথচ রাত তো অনেক ঠান্ডা। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তরে বললেন: আমি **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি: যে বান্দা পরিপূর্ণ অযু করে, **আল্লাহ পাক** তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেন। **(মুসনাদে বাযার, মুসনাদে ওসমান বিন আফফান, ২/৭৫, হাদীস ৪২২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদেরও চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ যে, আমরা কি ভালভাবে অযু করতে জানি? যদি না জানি তবে আমরা যেনো শিখি, আমরা কি নিয়মিত ফরয ও নফল পালন করি? আমরা কি সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা রাখি? **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ফরয ও ওয়াজিব সমূহ এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ পালন করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হাদীসে করীমা এবং ওসমান গণীর শান

হে আশিকানে সাহাবা! আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ঐ সকল সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে গন্য করা হয়, যাঁদের ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক ঠোঁট নড়েছে, কখনো তাঁকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়, তো কখনো তাঁবে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের জান্নাতী সাথী ঘোষনা করেন, কখনো তাঁকে লজ্জাশীল হওয়ার সনদ প্রদান করেন তো কখনো তাঁর শাফায়াতের মাধ্যমে মানুষের জান্নাত লাভের ঘোষনা দেন।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর শানে যেসকল প্রশংসা মূলক বাক্য ইরশাদ করেছেন। আসুন! তা থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী শ্রবন করি:

১. ইরশাদ করেন: "হযরত ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) আমার এবং আমি হযরত ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এর।" **(ইবনে আসাকির, ওসমান বিন আফফান, ৩৯/১০২, হাদীস ৭৮৭৮)**

২. ইরশাদ করেন: "জান্নাতের প্রত্যেক নবীর একজন বন্ধু থাকবে এবং আমার বন্ধু হলো হযরত ওসমান বিন আফফান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)"।

(ইবনে আসাকির, ওসমান বিন আফফান, ৩৯/১০২, হাদীস ৭৮৮১)

৩. ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন হযরত ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এর শাফায়াতে সত্তর হাজার (৭০০০০) এমন ব্যক্তি বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের উপর দোযখ ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।"

(ইবনে আসাকির, ওসমান বিন আফফান, ৩৯/১২২, হাদীস ৭৯১৬)

৪. ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জা ও শরম এবং সম্মান ও মহত্বান হযরত ওসমান বিন আফফান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)।"

(মুসনাদুল ফিরদাউস, ১/২৫০, হাদীস ১৭৯০)

৫. ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল মানুষ হলো হযরত ওসমান বিন আফফান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)।" **(মুস্তাদরিক, মাফোতুস সাহাবা, ৪/৬৮৯, হাদীস ৬৩৩৫)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত

হে আশিকানে সাহাবা! আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্পর্কে শুনছিলাম। তাঁর পবিত্র জীবনির একটি উল্লেখযোগ্য দিক এটাও যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সারারাত সিজদা ও কিয়ামের অতিবাহিত করতেন, কখনো তাঁর রাতগুলো কোরআন তিলাওয়াতে কাটতো, তো কখনো সিজদা ও কিয়ামের স্বাদ গ্রহনে অতিবাহিত হতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে আমরাও আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত ও তিলাওয়াতের আগ্রহের ঘটনাবলী শ্রবণ করি:

১. হযরত যুবাইর বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বদা রোযা রাখতেন এবং রাতের প্রথম ভাগে কিছুক্ষণ আরাম করে অতঃপর সারারাত ইবাদতে অতিবাহিত করে দিতেন।

(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, কিতাবু সালাতিত তাতুউ.., ২/১৭৩, হাদীস ৬)

২. যখন আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদ করা হলো তখন তাঁর স্ত্রী হত্যাকারীদের বললেন: "তোমরা এই ব্যক্তিকে শহীদ করেছো, যে সারারাত ইবাদত এবং এক রাকাতে কোরআনে করীম খতম করতো।"

(আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, যুহুদে ওসমান বিন আফফান, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৭৩)

৩. হযরত আব্দুর রহমান তাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "আমার একবার মকামে ইব্রাহিমে রাত হয়ে গেলো। আমি ইশার নামায আদায় করে মকামে ইব্রাহিমের নিকট গেলাম, একপর্যায়ে আমি এতে দাঁড়ালাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমার উভয় কাঁধের (Shoulders) মাঝখানে হাত রাখলো। আমি দেখলাম যে, তিনি আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সূরায়ে ফাতিহা থেকে কোরআনে করীম তিলাওয়াত শুরু করলেন, একপর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআনে করীম খতম করে নিলেন।" **(আয যুহুদ লি ইবনিল মুবারক, বাবু ফদলে যিকরিল্লাহ, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৭২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সময় পাইনা!

হে আশিকানে সাহাবা! ভাবুন তো! ইবাদতের এমন অভ্যাস কার ছিলো? আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর। যাঁর শান হলো যে, তাঁর **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একের পর এক দু'জন শাহাজাদীর স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে কয়েকবার আপন মুবারক মুখ দিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং নিষ্পাপ ফিরিশতারাও তাঁকে লজ্জা পেতেন, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর উদ্দেশ্যেই বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহন করেন, মোটকথা এতবড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে ইবাদত ও তিলাওয়াত করতেন এবং অত্যধিক নেক আমল করার চেষ্টায় লেগে থাকতেন। আর অপরদিকে ঐসকল লোকের অবস্থা এমন, যাদের অধিকাংশ সময় অহেতুকতায় নষ্ট হয়ে যায়, দিনরাত উদাসীনতায় পর্যবসিত হচ্ছে, তাদের নিকট না তো ইলমে দ্বীন শিখার সময় আছে আর না অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত সম্পর্কে জানার অবসর, না কোরআন তিলাওয়াতের জন্য সময় বের করতে পারছে আর না নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং শুনার সৌভাগ্য অর্জন করে। অনেক ইসলামী ভাই কাফেলার মুসাফিরও হতে পারছে না, দরস ও বয়ান করা বা শুনার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত থাকছে, নিজের আমলকে যাচাই এবং এর উপর চিন্তা ভাবনাও করতে পারছে না, সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও আসে না, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায়ও অংশগ্রহন করা থেকে বঞ্চিত থাকে, আফসোস! অনেকে তো مَعَاذَاللّٰہ (**আল্লাহ**র পানাহ) ফরয নামাযও কাযা করে দিচ্ছে, অনেকে ফরয জ্ঞানও শিখতে পারছে না, অনেকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসআলা সম্পর্কেও অবহিত নয়, ইলমে দ্বীন শিখতে পারছে না, মোটকথা! দ্বীন শিখা, আখিরাত সজ্জিত করার জন্য কোন কাজ করতে বলা হলে তবে অনেককে এরূপ বলতে দেখা যায় যে, **সময় পাইনা**।

মনে রাখবেন! দ্বীনের প্রয়োজনীয় কর্ম এবং ইবাদতের জন্য সময় বের করা ও ইবাদত এমনভাবে করা, যেমনভাবে করার আদেশ রয়েছে, তা আমাদের শরয়ী দায়িত্ব, বরং যে ব্যক্তি যেই পেশা বা কাজের সাথে জড়িত, তার প্রয়োজনীয়

মাসআলা শিখা এবং এর জন্য সময় বের করা, সেই ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। আহ! দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসআলা শিখার জন্য আমাদের নিকট সময় নেই।

আর দুনিয়াবী কাজকর্মের জন্য সময়ই সময়। ঘন্টার পর ঘন্টা পত্রিকা পড় এবং সংবাদ দেখা, শুনাতে অতিবাহিত হয়ে যায়। গভীর রাত পর্যন্ত হোটেল এবং চৌরাস্তায় বসা কত লোকের যে অভ্যাস হয়ে গেছে। **আল্লাহ**র পানাহ এখন তো বিভিন্ন স্থানে এমন **"কফিশপ"** পাওয়া যাবে, যেখানে বিশেষকরে যুবকরা গভীর রাত পর্যন্ত গল্প গুজব এবং জানিনা কেমন উল্টোপাল্টা কথা বলা হয়। **তাস, লুডু এবং ভিডিও গেইমস** খেলে নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে দেয়া হয়। অনেকে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে এত বেশি মগ্ন হয়ে যায় যে, সময় কিভাবে অতিবাহিত জানেও না। অনেকে এমনও রয়েছে, যারা কাজকর্ম কামাই করা তো দূরের বিষয়, কয়েক মিনিট দেরী করাও পছন্দ করেনা কিন্তু আহ! ফরয ও ওয়াজিব সমূহ এবং নফল ইবাদত সমূহ আদায়, জামাআত সহকারে নামাযে উপস্থিতি এবং কোরআনে তিলাওয়াত করার ব্যাপারে খুবই অলসতা ও উদাসীনতার শিকার।

আহ! যদি প্রত্যেক মুসলমান দুনিয়ায় আসার উদ্দেশ্য বুঝে নিতো, মৃত্যু সময়ের কঠোরতাকে স্মরন করতো, কবরের একাকিত্ব, আতঙ্ককে স্মরন করতো, কিয়ামতের ৫০ হাজার বছরের সমান দিন এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থিত হওয়া সবকিছু স্মরন করে নিতো।

আসুন! নিজের মাঝে ইবাদত ও তিলাওয়াতের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবন করি এবং ইবাদত ও তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মানব! তোমরা আমার ইবাদতের জন্য অবসর হয়ে যাও, তোমাদের অন্তর সম্পদ দ্বারা পূর্ণ করে দিবো, তোমাদের মুখাপেক্ষীতার দরজা বন্ধ করে দিবো। যদি তোমরা এমন না করো তবে আমি তোমাদের উভয় হাত ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিবো এবং তোমাদের মুখাপেক্ষীতার দরজা বন্ধ করবো না। **(তিরমিযী, কিতাবু সিফতুল কিয়ামাতি, ৩০তম অধ্যায়, ৪/২১১, হাদীস ২৪৭৪)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: "নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কিছু **আল্লাহ** ওয়ালা।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: **কোনআন পাঠকারী, কেননা তারাই আল্লাহ ওয়ালা এবং বিশেষ লোকদের অন্তর্ভূক্ত।** (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাতি, ১/১৪০, হাদীস ২১৫)

হে আশিকানে রাসূল! বর্তমানে অনেকেই বেকারত্বের কারণে চিন্তিত, কখনো কোন ব্যাপারে মুখাপেক্ষী তো কখনো কোন কাজে, আমরা এই মানসিকতা কেন বানাই না যে, সেই বেকারত্ব এবং মানুষের মুখাপেক্ষীতা থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপন **দয়ালু আল্লাহ**র দরবারে উপস্থিত হয়ে যাই, নিয়মিত ফরয নামায আদায় করি, কোরআন তিলাওয়াত কতইনা মহৎ ইবাদত, আমরা কেনইবা এই মহৎ ইবাদতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত প্রদানকারী **আল্লাহ পাকে**র নিকট মুখাপেক্ষীতা দূর করার দোয়া করছিনা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি হচ্ছে "সাপ্তাহিক ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুকতা থেকে বাঁচতে এবং নিজেকে নেকীর মাঝে ব্যস্ত রাখতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে কার্যতভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"**। ইজতিমায় করা দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, কেননা ইজতিমায় কোরআনের তিলাওয়াত, নাতের রাসূল, সুন্নাতে ভরা সংশোধন মুলক বয়ান, **আল্লাহ**র যিকির, ভাব গাম্ভির্যময় দোয়া এবং সালাত ও সালাম হয়ে থাকে, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মুবারক চরিত্র বয়ান করা হয়। হযরত সায়িদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকদের আলোচনায় **আল্লাহ পাকে**র রহমত অবতীর্ন হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ৭/৩৩৫, নম্বর ১০৭৫০) নেক বান্দাদের আলোচনায় যদি রহমত অবতীর্ণ হয়, তবে যেখানে

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মঙ্গলময় আলোচনা হয় সেখানে রহমত কেনই বা অবতীর্ণ হবে না এবং যেখানে রিমঝিম ধারায় রহমতের বর্ষন হয় সেখানে দোয়া কেন কবুল হবে না।

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিতির একটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং ইজতিমায় নিয়মিত উপস্থিত থাকার নিয়্যত করে নিই।

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেলো

লাহোরের এক ইসলামী ভাই নির্ভিক ও নিশ্চিন্ত স্বভাবের অধিকারী ছিলো, গুনাহ এবং উদাসীনতার সাগরে নিমজ্জিত ছিলো। টিফিন বক্স বাজিয়ে শিশু সুলভ গান গাওয়া এবং অনুকরন করার ব্যাপারে পুরো বংশে সে প্রসিদ্ধ ছিলো। বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে কৌতুক এবং সিনেমার গান গাওয়া, নাচ দেখানো এবং বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মানুষকে হাসানো তার প্রিয় কাজ ছিলো, স্কুল জীবনের এক ইসলামী ভাই প্রায় তার বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসতো। একদিন সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো। ইসলামি ভাইয়ের দাওয়াতে সে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চলে গেলো, তার খুবই ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইজতিমায় অংশগ্রহনের বরকতে সে নিয়মিত নামায আদায় করা শুরু করলো। ধীরে ধীরে পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো, যার কারণে ঘরের অনেকে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলো, এমনকি অনেক সময় مَعَاذَ الله পাগড়ী শরীফ টান দিয়ে খুলে দিতো। দরস দেয়াতে বাধা দিতো, বাবরী চুল রাখলে ঘরের লোকের জোড় করে কেটে দিতো, দাড়িও উঠেনি কিন্তু রেখে দেয়ার নিয়্যত করে নিয়েছিলো। এই সকল কষ্টের পরও মাদানী পরিবেশে টান তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আরো নৈকট্যে এনে দিলো। মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনার আগ্রহ জন্মালো এবং এতে আরো উৎসাহ পেতে থাকলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ধীরে ধীরে তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কারামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনি সম্পর্কে শুনছিলাম, তাঁর মুবারক স্বত্বা থেকে মাঝে মাঝে এমন অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে, যা শুনে মনন স্থবির হয়ে যায়, আসুন! আমরাও একটি কারামত সম্পর্কে শুনি।

একবার এক ব্যক্তি পথে কোন মহিলার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকালো, অতঃপর যখন সে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমরা এমন অবস্থায় আমার সামনে আসো যে, তোমাদের চোখে অপকর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়! সেই ব্যক্তি বললো: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরপর আপনার নিকট কি অহী অবতীর্ণ হতে লাগলো? আপনি কিভাবে জানলেন যে, আমার চোখে অপকর্মের প্রভাব রয়েছে? বললেন: "আমার প্রতি অহী তো অবতীর্ণ হয় না কিন্তু আমি যা কিছু বলেছি তা একেবারে সত্যি। **আল্লাহ পাক** আমাকে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি (নূরানী দৃষ্টি) দান করেছেন, যার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের অবস্থা ও মনোভাব জানতে পারি।

(তাবকাতিশ শা'ফিয়িয়্যাল কুবরা লিস সাবকী, ২/৩২৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ যিলহজ্ব মাস তার রহমত বন্টন করে যাচ্ছে, এই মাসের ১৯ তারিখ খলিফায়ে আলা হযরত, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওরশে পাক। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অনেক বড় আলিম, মুফতী এবং অলী ছিলেন। আসুন! তাঁর একটি কারামত শ্রবন করি।

খাযায়িনুল ইরফান প্রণেতার কারামত

হযরত মাওলানা মঞ্জুর আহমদ সাহেব ঘুসওয়াভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজের চোখে দেখা অবস্থা বর্ণনা করেন: আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর রোজকার অভ্যাস ছিলো যে, নামায মহল্লার মসজিদে

জামাআত সহকারে আদায় করতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে যাওয়ার পূর্বে একটি চার ফুটের পাত্রে চা'র সরঞ্জামাদী দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হতো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন নামায পড়ে ফিরে আসতেন, চা প্রস্তুত হয়ে যেতো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আসনে বসতেন এবং দেখতে দেখতে ভক্তদের মোটামুটি ভীড় হয়ে যেতো। সাধারনত পঞ্চাশ থেকে দু'শ লোকের ভীড় হতো এবং মাঝে মাঝে তো আগতদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেতো যে, বৈঠকখানা ও বাইরের উঠোন উভয়খানে একেবারে জায়গা থাকতো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপবিষ্ট হতেই খাদেম চা পূর্ণ একটি কাপ, থালিতে করে চায়ের পাত্রে একটি করে বিস্কিট রেখে তাঁর খেদমতে উপস্থাপন করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই পাত্র নিজের হাতে উঠিয়ে নিজের ডান পাশে বসা ব্যক্তিকে দিয়ে দিতেন, এভাবেই চার ছয় পাত্র নিজেই বিলি করতেন, অবশিষ্ট সবাইকে খাদেম একটি করে বিস্কিট এবং এক কাপ চা বিলি করতো, এক কাপ চা এবং একটি বিস্কিট তিনিও খেয়ে নিতেন। এটাই তাঁর সকালের নাশতা ছিলো।

হযরত মাওলানা সৈয়দ মঞ্জুর আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, উপস্থিতি কম হোক বা বেশি, আমি এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, সেই একবারের বানানো চা প্রতিদিন আগত লোকদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, কখনো এমন হয়নি যে, উপস্থিত লোকদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে আবারো চা বানানোর প্রয়োজন অনুভব হয়েছে। হযরত মাওলানা সৈয়দ মঞ্জুর আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বর্ণনাটি এই বিষয়ের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা খলিফায়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতিদিনকার কর্মকান্ডে কারামত সমূহের মধ্যে একটি অনন্য কারামত।

(তারিখে ইসলাম কি আযিম শাখসিয়্যত সদরুল আফাযিল, ৩৩৩, ৩৩৪ পৃষ্ঠা। ফয়যানে সুন্নাত, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন যে, খলিফায়ে আলা হযরত, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতের বরকত এবং কারামত ছিলো যে, একবার বানানো চা সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো। তাঁর জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"তাযকিরায়ে সদরুল আফাযিল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৮টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতে সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ"**। সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ সাধারণত ৩ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে। কারী ও নাত খাঁ এবং মুবাল্লিগের জাদুয়াল বানানো, তিলাওয়াত ও নাত এবং বয়ানের চিরকুট বানিয়ে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে জানানো। ইজতিমার স্থান বিশেষকরে প্রবেশদ্বারের নিরাপত্তার প্রতি সজাগ হয়ে নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা। স্পিকার, লাইট, জেনারেটর এবং ইউপিএসের ব্যবস্থা করা, ওযুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানায় পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ইজতিমার স্থান ও মসজিদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ থাকা, চাটাই ও কাপেট বিছানো এবং ইজতিমার পর উঠিয়ে নেয়া, স্টল, ওযুখানা এবং মসজিদের ছাদে কথাবার্তায় লিপ্ত ইসলামী ভাইদেরকে নম্রতা ও ভালবাসার সহিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করানো, প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধামতো স্থানে খাওয়ার পানির ড্রাম লাগানো, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালার ব্যবস্থা করা এবং স্টলে শরীয়ত বিরোধী বই ও নিম্ন মানের খাবার বিক্রির প্রতি দৃষ্টি রাখা, ইজতিমায় আগত ইসলামী ভাইদের গাড়ির জন্য পার্কিং এর ব্যবস্থা করা, জুতা রাখার জন্য তাক বানানো ব্যবস্থা করে জুতা সাজিয়ে রাখা, প্রতিটি স্টলের স্থান নির্দিষ্ট করা বরং সম্ভব হলে প্যানাফ্লাক্স, ব্যানার বা বোর্ড লাগানো ইত্যাদি এই মজলিশের দায়িত্ব। **আল্লাহ পাক "সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ"**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিবেশির ব্যাপারে কিছু আহকাম!

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! এবার প্রতিবেশির ব্যাপারে কিছু আহকাম শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি: প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: **(১)** "**আল্লাহ পাকের** নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হল। যে আপন প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়ে থাকে।" (তিরমিযী, ৩/৩৭৯, হাদীস- ১৯৫১) **(২)** "যে আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট

দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে যেন **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিল।" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩/২৪১, হাদীস-১৩) ✻ **"নুজহাতুল ক্বারী"** কিতাবে বর্ণিত আছে: প্রতিবেশী করা, এটিকে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন প্রচলন এবং কার্যাবলীর দ্বারা বুঝে নেয়। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫/৫৮৬) ✻ ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রতিবেশির অধিকারের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তাদেরকে প্রথমে সালাম করা।

ঘোষণা

প্রতিবেশির ব্যাপারে অবশিষ্ট আহকাম তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**